মেহেরপুরে তিন প্রতিষ্ঠানে পন্য সরবরাহ বন্ধের ঘোষণা পরিবেশক সমিতির

মেহেরপুর শহরের তিনটা প্রতিষ্ঠানে পন্য সরবরাহ বন্ধের ঘোষণা করেছে জেলা পরিবেশক সমিতি।

শুক্রবার বিকালে পরিবেশক সমিতির কার্যালয়ে এক জরুরি সভা শেষে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শহরের হোটেল বাজারের কালাম ব্রাদার্স মুদি, নিউ বম্বে কনফেকশনারি ও আদি বম্বে এই তিনটি প্রতিষ্ঠানে সকল ধরনের মালামাল সরবরাহ বন্ধ করা সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবেশক সমিতি।

জানা গেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে এসিআইয়ের কনজ্যুমার ব্যান্ডের মেহেরপুর বিক্রয় প্রতিনিধি মোঃ তারেক আজিজ কে কালাম ব্রাদার্স মুদি প্রতিষ্ঠানের মালিক কালু বিহারী কর্তৃক বিভিন্নভাবে হুমকি ধামকি প্রদান করে এবং শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। পরে এসিআই এর বিক্রয়় প্রতিনিধি তারেক আজিজ মেহেরপুুর জেলা পরিবেশক সমিতির কােছে অভিযোগ দাখিল করে। এরই প্রেক্ষিতে জেলা পরিবেশক সমিতির জরুরী সভায় তিনটা প্রতিষ্ঠানের পণ্য সরবরাহ বন্ধের ঘোষণা দেন।

এসিআই এর মেহেরপুর বিক্রয় প্রতিনিধি তারেক আজিজ জানান, আমি সততার সাথে এসিআই কোম্পানির পন্য মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অর্ডার কালেকশন করি। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে আমি কালামব্রাদার্সের মুদি দোকানে যাই সরবরাহকৃত পন্যের টাকা নিতে। দোকান মালিক কালু বিহারী আমাকে বলেন আমার দোকানে কোন বাকি নাই। টাকা পরিশোধ করে দিয়েছি। এই কথা বলায় আমি তাহাকে বলি আপনি টাকা দেননি। টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে দোকান মালিক আমার গায়ে হাত তোলে। পরে আমি মেহেরপুর জেলা পরিবেশক সমিতিতে একটি অভিযোগ দাখিল করি।

শহরের কালাম ব্রাদার্স এর মালিক কালু বিহারী ঘটনার স্বীকার করে বলেন, কিছু বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। সে আমাকে মেরেছে আমিও মেরেছি।

জেলা পরিবেশক সমিতির সভাপতি মোঃ হাসেম আলী জানান, ঘটনাটি শোনার

পর পরে আমি আমার পরিবেশক সমিতির সকল সদস্যকে জরুরি মিটিং আসতে বলি। সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কালাম ব্রাদার্স সহ তিনটি প্রতিষ্ঠানে সকল ধরনের পণ্য সরবরাহ বন্ধের ঘোষণা দিয়েছি।

পরিবেশক সমিতির জরুরি সভায় সভাপতি হাসেম আলী সভাপতিত্ব উপস্থিত ছিলেন সমিতির উপদেষ্টা আজিজুর রহমান, গোলাম মোস্তফা, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, নির্বাহী সদস্য সাদরুল ইসলাম নাহিদ, নুরুজ্জামান, মেহেদী হাসান পলাশ, ওমর ফারুক, সোমেল রানাসহ সমিতির অনান্য সদস্যগন।

মেহেরপুরে অবরোধে পর্যটন হোটেলে ধ্বস

হরতাল-অবরোধে মেহেরপুরে পর্যটন, আবাসিক হোটেল ও হোটেল রেস্তোরাঁ ব্যবসায় ধ্বস নেমেছে। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে স্বাধীনতার পূন্যভূমি মুজিবনগর ও কৃষিনির্ভর মেহেরপুরে আবাসিক হোটেলগুলোতে অতিথি কমে যাওয়ায় এই মন্দাভাব দেখা দিয়েছে। হোটেল রেস্তোরাঁগুলোতেও ভোক্তার অভাব দেখা দিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, হরতাল-অবরোধের কারণে মুজিবনগরে পর্যটকশূন্য হয়ে পড়েছে। সেখানে শতাধিক প্রান্তিক ব্যবসায়ী পর্যটকের অভাবে তাদের ভাসমান দোকান গুটিঁয়ে রেখেছে। একই সঙ্গে কমেছে ব্যবসাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সভা, সমিতি ও সেমিনার। যার ফলে হোটেল ব্যবসায় মন্দাভাব নেমে এসেছে। শহরের অন্যতম রেস্তোরাঁ ‘লা-ভোগ’ এই শীতের শুরু থেকেই বিভিন্ন সেমিনার, ছোট ছোট পার্টির অনুষ্ঠানে মুখর থাকতো। সেখানে সেসব অনুষ্ঠানও বন্ধ হয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী আনোয়ারুল হক কালু জানান ব্যবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত সভা, সেমিনার, জন্মদিবস পালনের অনুষ্ঠান কমে গেছে। অবরোধে অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটতে পারে আশঙ্কায় হোটেল রেস্তোরাঁতে কেউ অনুষ্ঠান করতে চাচ্ছেনা। ফলে তাদের ব্যবসায় এতটাই ধ্বস নেমেছে যে- স্টাফদের বেতন বন্ধ হবার উপক্রম। মুজিবনগর পর্যটন এলাকায় ব্যক্তি উদ্যেগে গড়ে উঠেছে ‘অনন্যা’ ও ‘মনোরমা’

নামের দুটি মিনি চিড়িয়াখানা। মনোরমা চিড়িয়াখানার মালিক হাসানুজ্জামান লাল্টু জানান- পর্যটক শূন্য হয়ে পড়েছে মুজিবনগর। পর্যটক না পাওয়াতে চিড়িয়াখানার কর্মরত লোকবলের বেতন হয়তো বাকী রাখা যাবে কিন্তু প্রাণীদের খাবারের চাহিদা মেটাতে হচ্ছে ধার দেনা করে।

আবাসিক হোটেলগুলোতে গত ১০দিন কোন রুমে অতিথি মেলেনি। কৃষি নির্ভর মেহেরপুর জেলা থেকে বিভিন্ন ধরণের সবজি সংগ্রহে ঢাকা, চিটাগাং, বগুড়া, সিলেটসহ বিভিন্ন জেলার বিপুলসংখ্যক মানুষ মেহেরপুরে আসেন। মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পর্যটন এলাকায় এই সময় প্রতিদিন দেশ বিদেশের মানুষের ঢল নামে। তাঁরা মাঝারি মানের আবাসিক হোটেলগুলোর প্রধান গ্রাহক। কিন্তু এখন তাঁদের আসাও বন্ধ রয়েছে। বুধবার মুজিবনগর পর্যটন আম্রকাননে গিয়ে দেখা যায় পসরা সাজিয়ে বিভিন্ন ধরণের সামগ্রি বিক্রেতারা তাদের পন্য রিক্সা ভ্যানে গুটিয়ে পলিথিনে ঢেকে রেখেছে। সেখানে তাদের কোন বিক্রেতার দেখা মেলেনি। জেলা শহরের আবাসিক ‘সোহান গেস্ট হাউজ’ মালিক ওবায়দুর রহমান জানান, গত দশদিনে গেস্ট হাউজে কোন অতিথি আসেনি। হরতাল অবরোধ প্রত্যাহার না হলে মাস শেষে বিদ্যুৎ বিল ও স্টাফদের বেতন দিতে হবে পুঁজি ভেঙ্গে। শহরের অন্যতম আবাসিক হোটেল ‘ফিন টাওয়ার’ এর একই অবস্থা অতিথি সংকটে।

ভোক্তা সংকটে ‘গ্রিণ ফুড’ রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে গেছে। মেহেরপুর জেলা শহরের অন্যান্য হোটেল রেস্তোরাঁগুলোতে প্রতিদিন দুপুর ও রাতের খাবারের অতিথিও কমে গেছে বলে জানা গেছে। ক্ষতিগ্রস্থ এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা হরতাল অবরোধ প্রত্যাহারের বিকল্প পথে যাবার জন্য দাবি জানিয়েছে।

কোটচাঁদপুরে ফার্মেসী মালিককে ৩ হাজার টাকা জরিমানা

কোটচাঁদপুরে ফার্মেসীতে অভিযান চালিয়ে ফার্মেসী মালিককে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে শহের আর কে

মেডিকেলে এ জরিমানা করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,নিয়মিত বাজার মনিটরিংয়ের অংশ হিসেবে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে এ অভিযান চালান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উছেন মে। এ সময় তিনি কোটচাঁদপুর পৌর শহরের আর মেডিকেলের মালিককে শফি উদ্দিনকে ফার্মেসীতে মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ রাখার অভিযোগে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন,কোটচাঁদপুর কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট সমিতির সভাপতি কাজী হাসানুজ্জামান, সাবেক সভাপতি সোহরাব হোসেন ও সহসভাপতি হাসানুজ্জামান ডাবলু উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন লেপ-তোষকের কারিগররা

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে শীত। পুরোপুরি না হলেও পাওয়া যাচ্ছে শীতের আমেজ। আর শীতের আগমনে লেপ-তোষক তৈরিতে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন মেহেরপুরের লেপ-তোষক তৈরির কারিগররা।

শীত মৌসুমের কারিগররা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন লেপ-তোষক বানানোর কাজে। ক্রেতাদের আনাগোনায় জমজমাট হয়ে উঠেছে লেপ-তোষককের দোকান গুলো। গতবছরের তুলনায় এবছর দাম তুলনামূলক বেশি হওয়ায় হিমশিম খাচ্ছেন ক্রেতারা। তুলার মূল্য বৃদ্ধির ভিত্তিতে লেপ-তোষকের দাম বৃদ্ধি পেলেও পারিশ্রমিক বৃদ্ধি হয়নি কারিগরদের।

কারিগররা জানান, গতবছরের তুলনায় লেপ-তোষকের দাম দ্বিগুন বৃদ্ধি পেলেও তাদের মুজুরি একই হয়েছে। দিনে ২ থেকে ৩ টা লেপ বা তোষক বানিয়ে তারা ৫শ থেকে ৬শ টাকা আয় করেন।

বছরের প্রায় আট মাস অনেকটা অলস সময় কাটাতে হয় তাদের। অনেকেই ভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয়। শীতের আগমনী বার্তায় প্রতিদিনই লেপ-

তোষক তৈরির অর্ডার বেড়েই চলছে বলে জানান তারা।

মেহেরপুর শহরের বেশ কয়েকটি লেপ-তোষক তৈরির দোকান ঘুরে জানা যায়, বর্তমান বাজারে লেপ তৈরিতে খরচ নেওয়া হচ্ছে ১ হাজার থেকে ১৫ শত টাকা এবং তোষক ১২ শত থেকে ২৫ শত টাকা পর্যন্ত।

মেহেরপুর শহরে লেপ-তোষকের দোকান শীতল বস্ত্রালয়ের স্বত্বাধিকারী মন্টু হোসেন বলেন, ক্রেতারা শীতের কথা মনে রেখে আগাম লেপ-তোষক বানাতে দিচ্ছেন। অর্ডার পেয়ে আমার কারিগররাও লেপ-তোষক বানাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। একটি লেপ তৈরিতে একজন কারিগরের সময় লাগে দুই ঘণ্টা। এভাবে একজন কারিগর দিনে গড়ে তিন থেকে পাঁচটি লেপ তৈরি করতে পারে। একই ভাবে দিনে চার-পাঁচটি তোষক তৈরিতেও একই সময় ব্যয় হয়।

তিনি বলেন, তুলার দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় লেপ-তোষক, গদি তৈরিতে খরচ গত বছরের চেয়ে একটু বেড়েছে। শীতের তীব্রতা যতো বাড়বে বেচা-কেনা আরও জমবে বলে আশা করছেন তিনি।

পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বাড়ল ৫৬.২৫ শতাংশ

পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বাড়িয়েছে সরকার। ৮ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২ হাজার ৫০০ টাকা করা হয়েছে। মজুরি বাড়ানোর লক্ষ্যে গঠিত নিম্নতম মজুরি বোর্ডের ৬ষ্ঠ সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। আগামী ডিসেম্বর মাস থেকে এই মজুরি কার্যকর হবে এবং জানুয়ারি থেকে নতুন কাঠামোতে বেতন পাবেন পোশাক শ্রমিকরা।

সর্বশেষ ২০১৮ সালে পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী, পোশাক শ্রমিকরা ৮ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি পাচ্ছিলেন। সেই হিসেবে আগের তুলনায় ন্যূনতম মজুরি বেড়েছে ৪ হাজার ৫০০ টাকা। মজুরি বৃদ্ধির হার ৫৬ দশমিক ২৫ শতাংশ।

মঙ্গলবার (৭ নভেম্বর) সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের

সভাকক্ষে এ তথ্য জানান শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশেই আমরা তৈরি পোশাক শ্রমিকের নূন্যতম মজুরি ঘোষণা করছি। তাদের তম মজুরি ৫৬ দশমিক ২৫ বাড়বে । শ্রমিকদের পক্ষে রেশনের দাবি রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন একটা ফ্যামিলি কার্ড দেওয়ার কথা। পরবর্তী সময়ে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা হবে।’

এর আগে বেলা সাড়ে ১২টায় রাজধানীর সেগুনবাগিচায় মজুরি বোর্ডের সভাকক্ষে এ সংক্রান্ত আলোচনা শুরু হয়।

এতে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি ছিলেন জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক-কর্মচারী লীগের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম রনি। অন্যদিকে মালিকদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি ছিলেন তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সাবেক সভাপতি ও স্টার্লিং গ্রুপের চেয়ারম্যান সিদ্দিকুর রহমান।

বৈঠক শেষে সিদ্দিকুর রহমান বলেন, ‘আগামী বছরের জানুয়ারি মাস থেকে মজুরি কার্যকর করা হবে। অর্থাৎ, ডিসেম্বর থেকে নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়ন হবে।’

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সচিব রাইসা আফরোজ, নিরপেক্ষ সদস্য অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য ও জাতীয় শ্রমিক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুলতান আহম্মদ। এ সভায় মালিকপক্ষ মজুরি বোর্ডের সভায় শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব দেয়।

মেহেরপুরে পাইকারি আলু

ব্যবসায়ীসহ দুটি প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে বিক্রয় রশিদ প্রদান না করায় পাইকারি আলু ব্যবসায়ীসহ দুটি প্রতিষ্ঠানে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী শহরে এ অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

মেহেরপুর ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, খুচরা ব্যবসায়ীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে পাইকারী আলু ব্যবসায়ী মেসার্স সততা ভান্ডারের মালিক শাহাদুল ইসলাম খুচরা বিক্রেতাদের বিক্রয় রশিদ দেন না। এ অভিযোগে ওই ব্যবসায়ীর ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। তিনি আরো জানান, সরকার নির্ধারিত রেটের বেশি ৪০ টাকা কেজি দরে তিনি আলু পাইকারি বিক্রি করছিলেন।

পরে একই বাজারে অভিযান চালিয়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ শিশু খাদ্য বিক্রি করার অপরাধে গাংনী স্টুডেন্ট কর্ণারের মালিক শফিকুল ইসলামকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী স্বাস্থ্য পরিদর্শক মশিউর রহমানসহ পুলিশের একটি টিম অভিযানে অংশ নেন।

ব্র্যান্ড পোশাক স্টোর থেকে সরিয়ে নেওয়া নতুন কিছু নয়

বিভিন্ন দেশের নামীদামী ব্র্যান্ডের পোশাক বিভিন্ন সময় স্টোর থেকে তুলে নেয়। ক্রেতাদের অভিযোগ এবং সমালোচনার মুখে বা কোন ‘ভুল বুঝাবুঝির’ পরিস্থিতি তৈরি হলেও অনেক দেশেই অনেক নামীদামী

ব্র্যান্ডের পণ্য সরিয়ে নেওয়ার নজির আছে। মূলত পোশাকের ডিজাইন, লেখা এমনকি রং নিয়েও সমালোচনার মুখে পোশাক বাজার থেকে তুলে নেওয়ার ঘটনা আছে। দেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সম্প্রতি বাংলাদেশের তৈরি নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের পোশাক তুলে নেওয়ার খবরে তাই উৎকণ্ঠিত হওয়ার কিছুই নেই বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

তৈরি পোশাক প্রস্তুকারকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ব্র্যান্ডের ক্রেতাদের অনেক চাহিদাপত্র থাকে। কাপড় নির্বাচন, পোশাকের আনুসাঙ্গিক উপকরণ সবই ক্রেতার সিদ্ধান্তে অনুমোদিত হয়ে থাকে। সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই দেশের বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়। গুণগত মান নিরীক্ষা করে, স্যাম্পলের কোয়ালিটি চেকের পর প্রডাকশনে যায় কারখানাগুলো। আর পোশাক রফতানির আগে পুনরায় কোয়ালিটি চেকের পর তা জাহাজে পাঠানো হয়। ডিজাইন থেকে শুরু করে সব কিছুই নির্ধারণ করেন ক্রেতা, সুতরাং এখানে কারখানার দায় থাকার কথা না।

আগের বেশকিছু সিদ্ধান্ত অনুসন্ধানে দেখা যায়, ক্রেতাদের অভিযোগের মুখে বিভিন্ন সময় ব্র্যান্ডের পোশাক বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে শুধু বাংলাদেশ না ভিয়েতনাম, চীন, কম্বোডিয়ার মতো দেশও আছে।

গত এপ্রিলে ওয়ালমার্টে বিক্রির জন্য জর্জ ব্র্যান্ডের টি-শার্ট এর গায়ে একটি ‘গালি’ লুকানো দেখে প্রতিষ্ঠানটি বাজার থেকে তা সরিয়ে নেয় বলে এক প্রতিবেদনে জানা যায়। ১১ এপ্রিল ডেইলি মেইলের বরাত দিয়ে ফক্স বিজনেসের একটি প্রতিবেদনে একথা বলা হয়। জর্জ ব্র্যান্ডটি ওয়ালমার্টের মালিকানাধীন।

পরিবেশপন্থী টিশার্টটি মানুষকে ‘পুনর্ব্যবহার’, ‘পুনরায় ব্যবহার’ এবং ‘পুনর্বিবেচনা’ করার আহ্বান জানাতে গিয়ে টি শার্টের গায়ে ‘আর-ই’ ব্যবহার করা হয় এবং ‘সাইকেল’ (রিসাইকেল), ‘ইউজ’ (রিইউজ), ‘নিউ’ এবং ‘থিঙ্ক’ শব্দগুলো একটু বেশি ডানে সরিয়ে দেওয়া হয়। আর এতেই ঘটে বিপত্তি। তাদের আর-ই অক্ষরগুলো ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। হিতে বিপরীত হতে দেখা যায়।

এরপর গত মে মাসের শুরুতে প্রাইড মাস উপলক্ষ্যে চালু করা ‘টার্গেট’ ব্র্যান্ডের পণ্যগুলো নিয়ে নির্দিষ্ট গ্রাহকদের প্রতিক্রিয়ার মুখে তাদের স্টোর থেকে কিছু পণ্য সরিয়ে নিতে হয়। রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে একথা বলা হয়। উল্লেখ্য, প্রাইড মাস মুলত সমকামী সম্প্রদায়ের জন্য উৎসবের মাস হিসেবে উদযাপন করা হয়।

টার্গেট কর্পোরেশন (টিজিটিএন) তার ‘প্রাইড’ কালেকশনের অংশ হিসাবে পোশাক, বই, সংগীত এবং বাড়ির আসবাবপত্রসহ ২০০টিরও বেশি পণ্য সরবরাহ করছে। আইটেমগুলির মধ্যে রয়েছে “জেন্ডার ফ্লুইড” মগ, ক্যালেন্ডার এবং ‘বাই বাই, বাইনারি’, ‘প্রাইড ওয়ান, টু, থ্রি’ এবং “আমি মেয়ে নই” শিরোনামে ২-৮ বছর বয়সী শিশুদের জন্য বই।

এক বিবৃতিতে টার্গেট বলেছে, ‘এই বছরের পণ্যগুলো বাজারজাত করার পর থেকে আমরা আমাদের কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সুস্থতার বিষয়গুলো হুমকির মুখে পড়েছে।

এরপর গত আগস্টে কেনিয়ায় তৈরি শিশুদের প্রায় ৯৭ হাজার পিস জিন্সের প্যান্ট যুক্তরাষ্ট্রের স্টোর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় শিশুদের নিরাপত্তার স্বার্থে। সেদেশের গণমাধ্যম বলছে, প্যান্টের কাপড় থেকে শিশুদের শরীরের খোঁচা অনুভব হচ্ছে- এমন অভিযোগে সেসব তুলে নেওয়া হয়। একই অভিযোগে পণ্যগুলো কানাডার বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

ফাঙ্গাসের উপস্থিতির কারণে কানাডার টাইগার ব্র্যান্ডের কিছু পণ্য যেমন স্লিপওয়্যার, প্যান্ট এবং স্কি প্যান্ট প্রত্যাহার করা হয় গত জানুয়ারি মাসে। বানকি বার, বেলা অ্যান্ড বার্ডি, মাউন্টেন রিজ, সারভাইভাল গিয়ার এবং ক্যারিশমার মতো স্লিপওয়্যারগুলো প্রত্যাহার করা হয়। এছাড়াও পুরুষদের শেরপা পোশাক, পাজার স্কি প্যান্ট এবং পুরুষদের স্কি প্যান্ট ছিলো প্রত্যাহার করা পোশাকের তালিকায়।

হেলথ কানাডা ভোক্তাদের অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্থ পণ্যব্যবহার বন্ধ করতে এবং পুরো অর্থ ফেরতের জন্য জায়ান্ট টাইগারের কাছে ফেরত দিতে বলে।

গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে এক বার্তায় জায়ান্ট টাইগার বলেছে, ‘যেহেতু আমাদের গ্রাহকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা আমাদের এক নম্বর অগ্রাধিকার, তাই আমরা এ বিষয়ে আমাদের বিক্রেতা এবং হেলথ কানাডার সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছি।

বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা সামগ্রী প্রত্যাহার করা হলে সেটির তথ্য প্রকাশ করে ওইসিডি প্ল্যাটফর্ম। সেখানে গত অক্টোবর মাসে চীনের তৈরি শিশু পোশাক প্রত্যাহার করা হয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে। পোশাকটির সমস্যা হসিএবে উল্লেখ করা হয়েছে- লেবেল থেকে ত্বকে খোঁচা লাগতো।

বাংলাদেশের ঘটনাকে আলাদা করে উল্লেখ করার মতো কোন বিষয় নেই। বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সাবেক সভাপতি আনোয়ার উল আলম চৌধুরী পারভেজ জানান, বাংলাদেশ সব সময় বায়ারের মানদণ্ড অনুযায়ী পোশাক বানায়। কিন্তু অভিযোগ বা মানদণ্ডগুলো সবই উক্ত পোশাকের ডিজাইন যারা করেছে, বা বিবরণ যারা ঠিক করেছে তাদের বিষয়। বাংলাদেশে বায়ারের সকল নির্দেশনা মেনে, বেধে দেওয়া মানদণ্ড মেনে পোশাক তৈরি করা হয়েছে। তৈরি করা পোশাক তৃতীয় পক্ষের ইন্সপেকশন আর ল্যাব টেস্ট পাশ করার পরেই রপ্তানি করা হয়েছে। তাই বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পণ্যের চাহিদামাফিক মান রক্ষা করেই রপ্তানি করা হয়েছে।

১২ দেশে পোশাক প্রত্যাহারে বাংলাদেশের দায় নেই

বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া কিছু পোশাক ‘স্বাস্থ্যঝুঁকির’ অজুহাতে প্রত্যাহারের বিষয়ে বাংলাদেশের কোনো দায় নেই। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাংলাদেশ সব সময় বায়ারের মানদণ্ড অনুযায়ী পোশাক বানায়। কিন্তু বর্তমানে যে মানদণ্ডের বিষয়ে অভিযোগ ওঠেছে সেগুলা বায়ারের সকল নির্দেশনা মেনেই করা হয়েছে। তৈরি করা পোশাক তৃতীয় পক্ষের ইন্সপেকশন আর ল্যাব টেস্ট পাশ করার পরেই রপ্তানি করা হয়েছে। এর ব্যত্যয় ঘটার কোনো সুযোগ নেই।

অথচ বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া কিছু পোশাক ‘স্বাস্থ্যঝুঁকির’ অজুহাতে প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিয়েছে বিশ্বের ১০০টির বেশি দেশে অর্থনৈতিক ও আর্থসামাজিক নীতি সহায়তা প্রদান করা সংস্থা অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (ওইসিডি)। বাংলাদেশের কারখানায় তৈরি হওয়া পোশাক জনস্বার্থে বাজার থেকে তুলে নেওয়ার ঘটনা এর আগেও ঘটেছে।

চলতি ২০২৩ সালে ১২টি দেশের বাজার থেকে বাংলাদেশের কারখানায় তৈরি হওয়া পোশাক উঠিয়ে নিতে বাধ্য করেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো। এর কারণ হিসেবে একেক দেশে একেক ধরনের অজুহাত তুলে ধরা হয়েছে। আবার

অনেক দেশে বিক্রি হওয়া পোশাক গ্রাহকদের কাছ থেকে ফেরত নিয়ে তাদের টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওইসিডির তথ্যে দেখা যায়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশে তৈরি পোশাকের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ এনেছে, সেগুলোর মধ্যে আছে-পোশাক পরার কারণে চাপে শ্বাসরোধ হবার শংকা; বাচ্চাদের পাজামায় মেটাল বাতন বা জিপারের কারনে আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা; ঢিলেঢালা হওয়ার কারণে আগুনের সংস্পর্শে আসার ঝুঁকি; পোশাকে অতিমাত্রায় রাসায়নিক পদার্থ থাকা, আগুন প্রতিরোধী মান নিশ্চিত না হওয়া প্রভৃতি।

ঘটনাগুলো কোনটাই বাংলাদেশে তৈরি পোশাক বলে হচ্ছে এমন নয়। আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলো হচ্ছে- জর্জ, টার্টলডোব লন্ডন, স্পোর্টল্যান্ড, টার্গেট অস্ট্রেলিয়া, বাচ্চাদের পোশাক বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান কিকি অ্যান্ড কোকো, মাগলিয়া ব্যামবিনো, রেট্রো জিনস, ব্রোকার্স অ্যাথলেটিক, যুক্তরাষ্ট্রের সেলফি ক্র্যাফ্ট কোম্পানি এবং সাইপ্রাসের একটি কোম্পানি। এরা নিজেরাই পোশাক এর বিবরণ তৈরি করতে গিয়ে ওইসিডি’র মানদণ্ড অনুসরণ না করায় এই পোশাক প্রত্যাহারের ঘটনা ঘটেছে। এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সাবেক সভাপতি আনোয়ার উল আলম চৌধুরী পারভেজ জানান, বাংলাদেশ সব সময় বায়ারের মানদণ্ড অনুযায়ী পোশাক বানায়। কিন্তু অভিযোগ বা মান্দন্ডগুলো সবই উক্ত পোশাকের ডিজাইন যারা করেছে, বা বিবরণ যারা ঠিক করেছে তাদের বিষয়। বাংলাদেশে বায়ারের সকল নির্দেশনা মেনে, বেধে দেওয়া মানদণ্ড মেনে পোশাক তৈরি করা হয়েছে। তৈরি করা পোশাক তৃতীয় পক্ষের ইন্সপেকশন আর ল্যাব টেস্ট পাশ করার পরেই রপ্তানি করা হয়েছে। তাই বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পণ্যের চাহিদামাফিক মান রক্ষা করেই রপ্তানি করা হয়েছে।

নিয়ন্ত্রকসংস্থা ওইসিডির তথ্য-উপাত্ত ঘেঁটে দেখা যায়, বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের কারখানায় তৈরি হওয়া পোশাক জনস্বার্থে বাজার থেকে তুলে নেওয়ার ঘটনা আগেও ঘটেছে। ২০২২ সালে এই রকম ঘটনা ঘটেছে চারবার এবং ২০২১ সালে পাঁচবার। আর চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ১২টি ঘটনা ঘটেছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশের কারখানায় তৈরি হওয়া নানা ব্র্যান্ডের পোশাক তুলে নেওয়া হচ্ছে বলে একটি জাতীয় দৈনিকে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। এমন ভুল

সংবাদের জন্য সেই পত্রিকার কাছে জবাবদিহিতা চাওয়া হবে। বিএনপি শুধু সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করেই ক্ষান্ত নয়, তারা গুজবও রাটাচ্ছে। যারা বিদেশে বসে এসব গুজব ছড়াচ্ছে, তাদের সেই দেশেই আইনের আওতায় আনা হবে। সেইসব দেশে বাংলাদেশের হাইকমিশনের সাথে যোগাযোগ করছে সরকার। একইসঙ্গে সেই দেশের বাঙালি কমিউনিটিও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।’

দর্শনা কেরুজ চিনিকল ও কৃষি খামার আখ রোপনের উদ্ধোধন

দর্শনা কেরুজ চিনিকল পরিদর্শন ও কৃষি খামারে পীট পদ্ধতি আখ রোপন,আখচাষীদের সাথে মতবিনিময় ও রোপন মৌসুমের শুভ উদ্ধোধন করেন।

গতকাল শনিবার দুপুরে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প কর্পোরেশনের নবাগত চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) কেরুর কৃষি খামার পরিদর্শন করেছেন। চিনিকল সুত্রে জানাযায় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প কর্পোরেশনের নবাগত চেয়ারম্যান শেখ সোয়েবুল আলম এন ডিসি সপ্তাহ তিনেক আগে এ দায়িত্বে নিয়োজিত হন। অন্য মিলে যাওয়ার আগেই তিনি গতকাল শনিবার সকালে কেরু চিনিকল কারখানা ও ডিষ্টিলারী ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে খোজ খবর নেন। কেরু মিল পরিদর্শন শেষে দুপুরে কেরুর কৃষি খামার পরিদর্শন করেন। প্রথমেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্রপর গ্রামের আখ চাষী আব্দুল হান্নানের জমিতে আখ রোপন করেন।

পরে জীবননগর উপজেলার উথলী ইউনিয়ের মিলস গেট উথলীর ৫নং ইউনিটের সিডিএ সাকী মাহমুদের তত্ত্বাবধানে আফজালুল হক ধীরু,শামীম হোসেন,শওকত,কাওসার, রাশিদুল, আমির,ছমির ও আখ চাষী হাবিবুরের জমিতে ১৮ একর আখ রোপন মৌসুমের উদ্ধোধন করেন। আখ রোপন শেষে দোয়া মাহফিল অনুষ্টিত হয়।
আখ রোপন শেষে কেরুর ডিহিকৃষ্ণপুর কৃষি খামারে সুগার প্লান্টে আখ রোপন,পিট পদ্ধতিতে আখ রোপন দেখেন ও মিলজোন এলাকার দুজন চাষীর জমিতে আখ রোপনের উদ্বোধন করেন। তার আগে উথলি একজন আখচাষীর

জমিতে আখ রোপন করেন ও স্হানীয় চাষীদের সাথে এক মত বিনিময় সভা করেন।

কেরুর এম ডি মোহাম্মদ মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অথিতির বক্তব্যে কর্পোরেশন চেয়ারম্যান শেখ শোয়েবুল আলম এনডিসি চাষীদের উদ্দেশ্যে বলেন সরকার অখের দাম এ মৌসুমে প্রতিমন ২২০ টাকা বাড়িয়েছে, আগামী মৌসুমে পাবেন প্রতিমনে ২৪০ টাকা। তার পরেও সরকার আপনাদের পাশে আছে,,যখন যা প্রয়োজন তা অবশ্যই করা হবে,,চাষী সংক্রান্ত সব সুযোগ করে দেয়া হবে,,তিনি বলেন আখচাষ বাড়ান,সাথে ফলনটাও বাড়ান, প্রয়োজনে সাথী ফসল করে অধিক মুনাফা অর্জন করুন। চাষীদের সাথে মত বিনিময শেষে কেরুর ডিহি কৃষি খামারে আসেন। খামারের আখ রোপন দেখেন ও অফিসে কিছু সময় কাটান।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, কর্পোরেশনের সচীব চৌধুরী রুহুল আমিন কায়সার,দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর সুযোগ্যা ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মম মোশারফ হোসেন, জি এম (কৃষি) আশরাফুল আলম ভুঁইয়া, মহাব্যাবস্থাপক ডিস্টিলারি রাজিবুল হাসান, কেরুজ প্রশাসন বিভাগের এডিএম ইউসুফ আলী, ডি জি এম (খামার) সুমন কুমার, ডিজিএম মাহাবুব হাসান,ডিহিকৃষ্ণপুর খামার ইনচার্জ ইমদাদুল হক, দর্শনা কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ,সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ, যুগ্ন সম্পাদক মোস্তফিজুর রহমান, বিকাল চারটায় তিনি ঢাকার উদ্দেশ্যে দর্শনা কেরু চিনিকল ত্যাগ করেন।

আলমডাঙ্গায় ড্রাইভিং লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম অফিসের উদ্বোধন

ইলেক্টিক্যাল ব্যাটারি এবং মোটর চালিত অটো রিকসা ও অটো বাইক চালকদের ড্রাইভিং ট্রেনিং ও তাদের যানের রেজিস্ট্রেশনের লক্ষে আলমডাঙ্গায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ যানের বৈধতা দেবার লক্ষে সংসদে গ্রেজেট পাস হওয়ার পর বাংলাদেশ ইলেকট্রিক ও ব্যাটারি চালিত

অটো রিক্সা অটো বাইক সার্ভিস লিমিটেডের আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার আয়োজনে

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে আলমডাঙ্গার আল ইকরা ক্যাডেট একাডেমি প্রাঙ্গণে এ সভার আয়োজন ও অফিসের উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার ম্যানেজার এম শাহাবুল হক। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওসি অপারেশন ফরিদ উদ্দিন। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইলেকট্রিক এন্ড অটোরিক্সা, মোটর চালিত অটোবাইক ইলেকট্রিক সার্ভিস লিঃ এর মার্কেটিং ডিরেক্টর আখতার আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আলাল উদ্দিন, আলনা প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম বন্টু, সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, সিনিয়র সাংবাদিক প্রশান্ত বিশ্বাস,আলমডাঙ্গা ইজিবাইক মালিক সমিতির সভাপতি মাহাবুবুল ইসলাম,সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা ইজিবাইক মালিক সমিতির উপদেষ্টা মোহাম্মদ লালটু রহমান।আল ইকরা একাডেমির শিক্ষক শাহিন শাহিদের উপস্থাপনায়, অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মোঃ ওমর শরীফ রাসেল , নাসির উদ্দিন, মোহাম্মদ মির্জা তুষার, আব্দুল আউয়াল, মোঃ মিন্টু, আব্দুল লতিফ, মোহাম্মদ বিপ্লব, মোহাম্মদ মিডল প্রমূখ।

সভায় প্রধান আলোচক আখতার আহম্মেদ বলেন, বাংলাদেশ সরকার এসব যানের বৈধ্যতা দেওয়ার জন্য সংসদে গ্রেজেট প্রকাশ করেছে। আপনাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ চালক তৈরী এবং অবৈধ যানকে বৈধতা দেবার জন্য বিআরটিএর মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন ও রোড পারমিটের ব্যবস্থা করা হবে। এতে আপনারা যেমন উপকৃত হবেন। সরকারও রাজস্ব পাবে।

তাই যারা এসব যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন, তারা সবাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে গর্বিত চালক হিসেবে কাজ করতে এগিয়ে আসবেন।